93842 - যে ব্যক্তি ফজরের ওয়াক্ত হয়নি মনে করে স্ত্রী সহবাস করেছে

প্রশ্ন

আমি যখন স্ত্রী-সহবাস করেছি তখন আমি জানতাম না যে, ফজরের আযান হয়ে গেছে। আমি এটি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল আরও কয়েক মিনিট পর পাঁচটা বাজে আযান দিবে। কিন্তু পরবর্তীতে পরিস্কার হয়েছে যে, পাঁচটা বাজার ১৫মিনিট আগেই আযান দিয়ে। এক্ষেত্রে সমাধান কি? আমি ও আমার স্ত্রীর উপর কি কাফ্‌ফারা ওয়াজিব। উল্লেখ্য, সহবাস আমাদের উভয়ের সম্মতিক্রমে হয়েছে। আমরা সবমোট ২৪ ঘন্টা পূর্বে সফর থেকে ফিরেছি। তখনও নামাযের সময়সূচী আমাদের জানা হয়নি। আমরা পৌঁছার দ্বিতীয় দিনে হঠাৎ করে রমযানের ঘোষণা পেয়েছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

যদি প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি আপনি যেভাবে উল্লেখ করেছেন সেভাবে হয়ে থাকে; তাহলে আপনাদের উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়। কেননা যে ব্যক্তি ফজর হয়নি মনে করে কোন রোযা ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে এবং পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, তখন ফজর হয়ে গিয়েছিল; সেক্ষেত্রে আলেমদের দুটো অভিমতের মধ্যে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী রোযাটির কাযা নেই। চাই সেই রোযা ভঙ্গকারী বিষয়টি পানাহার হোক কিংবা সহবাস হোক।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন: আমি পছন্দ করছি যে, সহবাস, খাওয়া ও পান করা এবং রোযা ভঙ্গকারী অন্য যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো তিনটি শর্ত পূরণ হওয়া ছাড়া কোন ব্যক্তির রোযাকে ভঙ্গ করবে না:

১। রোযাদারের জানা থাকতে হবে যে, এটি রোযা ভঙ্গকারী; অন্যথায় রোযা ভঙ্গ হবে না। যেহেতু আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: "আর এ ব্যাপারে তোমরা কোনো অনিচ্ছাকৃত ভুল করলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তর যা স্বেচ্ছায় করেছে (তা অপরাধ) ৷ আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[সূরা আহযাব, আয়াত: ৫]

এবং আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী: "হে আমাদের প্রভু! আমরা যদি বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করি তাহলে আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৮৬] তখন আল্লাহ্‌ তাআলা বললেন: আমি সেটাই করলাম।

এবং যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমার উম্মত থেকে ভুল ও বিস্মৃতি এবং যে ক্ষেত্রে তাদেরকে জবরদস্তি করা হয় সেটার গুনাহ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।"

অজ্ঞব্যক্তি ভুলকারী। যহেতেু স যেদি জানত তাহল েসটো করত না। সুতরাং অজ্ঞব্যক্তি যদি অজ্ঞতাবশতঃ কোন রোযা ভঙ্গকারী বিষয় কর েফলে েতার উপর কোন কিছু বর্তাব েনা। তার রোযা পরিপূর্ণ ও সঠিক; চাই তার স েঅজ্ঞতা হুকুম সম্পর্ক েহোক কিংবা সময় সম্পর্ক েহোক।

সময় সম্পর্ক েঅজ্ঞতার উদাহরণ হলো: স েধারণা করছে েয,ে এখনও ফজররে ওয়াক্ত হয়নি; তাই স েখাবার গ্রহণ করছে।ে তার রোযা সহিহ।

২। রোযাদাররে জ্ঞাতসার েবিষয়টি ঘটা; যদি বিস্মৃতিবশতঃ হয় তাহল েরোযা ভঙ্গ হব েনা।

৩। রোযাদার স্বচে্ছায় সটো করা। যদি তার অনিচ্ছায় সটো ঘট েতাহল েরোযা ভঙ্গ হব েনা।[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বিন উছাইমীন (১৯/২৮০) থকে সমাপ্ত]

শাইখকে প্রশ্ন করা হয়ছেলি: জনকৈ ব্যক্তি নব-ববিাহতি। সইে ব্যক্তি শষে রাত েএই ভবে েস্ত্রী সহবাস করছে েয,ে এখনও রাত বাকী আছ।ে এরমধ্য েনামাযরে ইকামত দয়ো হয়। এ ব্যাপার েআপনারা কি বলবনে? তার উপর কি বর্তাব?ে

তনি জিবাব দনে: “তার উপর কোন কিছু বর্তাব েনা; পাপও না, কাফ্ফারাও না, কাযাও না। কনেনা আল্লাহ্ তাআলা বলনে: এখন তোমরা তাদরে সাথ েসহবাস কর। তাদরে সাথ েঅর্থাৎ স্ত্রীদরে সাথ।ে

এবং তনি বিলছেনে: আর তোমাদরে কাছ েকালো রখো থকে েপ্রভাতরে সাদা রখো স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ রাতরে অন্ধকার চল েগয়ি েভোররে আলো উদ্ভাসতি না হওয়া পর্যন্ত) তোমরা পানাহার কর।[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭]

তাই খাওয়া, পান করা ও সহবাস করা এ তনিটি সমান। এ তনিটরি মধ্য েপার্থক্য করার পক্ষ েকোন দললি নইে। এ প্রত্যকেটি রোযার নষিদ্ধি বিষয়। এর কোনটি যদি অজ্ঞতা বা বিস্মৃতরি অবস্থায় ঘট েথাক েতাহল েতার উপর কোন কিছু বর্তাব েনা।”[সমাপ্ত]

এর মাধ্যম েপরস্কিার হয় েগলে েয,ে আপনাদরে উভয়রে উপর কোন কিছু বর্তাব েনা; না রোযাটি কাযা করা, আর না কাফ্ফারা। এই হুকুম সক্ষেত্রে েপ্রযোজ্য হব েযদি আপনারা সইে দনিরে রোযা রখে েথাকনে। যদি আপনারা সইে দনিরে রোযা না-রাখনে এই ভবে েয,ে সহবাসরে কারণ েআপনাদরে রোযা ভঙ্গে গছে;ে সক্ষেত্রে েআপনাদরে উপর রোযাটরি কাযা করা ছাড়া অন্য কিছু আবশ্যক হব েনা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।